# **WOMEN'S RIGHTS Policy (নারীর অধিকার নীতিমালা)**

**সংজ্ঞা ঃ** নারীর অধিকার বলতে একজন নারী/মহিলা তার নিজ কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে তা বুঝায়।

**কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার ঃ** কারখানায় নারী শ্রমিক/কর্মচারী বা নারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নারীর অধিকার সম্বলিত আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত পলিসি থাকতে হবে।

নারী শ্রমিকগন কর্মক্ষেত্রে সাধারনত নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধা সমুহ ভোগ করে থাকেনঃ

**ক) নিয়োগ পদ্ধতি ঃ** নারী শ্রমিক নিয়োগের সময় তার শারিরীক অবস্থা, গর্ভাবস্থা সম্পর্কে এবং অশালীন কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

**খ) অসামঞ্জস্য কাজ থেকে বিরত রাখা ঃ** মহিলা শ্রমিকদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যাবে না। যা তাদের জন্য বেমানান।

যেমনঃ

- বড় ধরনের কোন বোঝা যা মাথায় করে নিতে হয় এমন কোন কাজ তাদের দিয়ে করানো যাবে না।
- ফ্লোর থেকে উঁচুতে ছাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজ যেমন ছাদে রং করা, ইলেকট্রিক কাজ যেমন ফ্যান ঠিক করা ইত্যাদি থেকে মহিলা শ্রমিকদেরকে বিরত রাখতে হবে।

**গ) গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধা ঃ** গর্ভবতী মহিলাদের দিয়ে ভারী কোন কাজ করানো যাবে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

**ঘ) প্রসুতিজনিত ছুটি ঃ** গর্ভবতী মহিলার চাকুরীর বয়স যদি নূন্যতম ৬ মাস হয় তাহলে সে প্রসুতিজনিত ছুটি ভোগ করার অধিকারী হবেন। সে ক্ষেত্রে ১৬ সপ্তাহ এবং পূর্ণ মজুরীসহ ছুটি দিতে হবে। (প্রসব পূর্ববর্তী ৮ সপ্তাহ এবং প্রসব পরবর্তী ৮ সপ্তাহ) ছুটি ভোগ করার পূর্বে মহিলা শ্রমিক স্বেচ্ছায় একজন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য ডেলিভারী তারিখ জেনে নিবেন। কোন অবস্থাতেই আল্ট্রসোনোগ্রামের ছবি বা গর্ভাবস্থার ছবি তার নিকট চাওয়া যাবে না।

**ঙ) চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান ঃ** ছুটি ভোগ করার পর পূণরায় তাকে কাজের যোগদানের সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে কোনরূপ হয়রানী করা যাবে না।

**চ) স্তন দানের সুযোগ প্রদান ঃ** যে সমস্ত মহিলা শ্রমিকদের ছোট শিশু আছে যারা স্তন পান করে সে সমস্ত মহিলাদেরকে তাদের বাচ্চাদের দুধ পান করানোর জন্য সংক্ষিপ্ত ছুটি দিতে হবে।

**ছ) চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের সুবিধা ঃ** যে সমস্ত নারী শ্রমিকদের ছোট ছেলে মেয়েদের দেখাশোনার জন্য বাসায় কোন লোক নাই, কর্মঘন্টা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে দেখাশোনার জন্য চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করবেন।

**জ) নিরাপত্তা প্রদান ঃ** মহিলা শ্রমিক দিয়ে সন্ধ্যার পর কাজ করাতে হলে তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং বাসায় পৌছানোর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

**ঝ) বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা ঃ** মহিলা জনিত শারিরীক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার কারণে তাদের বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বেতন কর্তন করা যাবে না।

**ঞ) <u>বৈষম্য</u> ঃ** একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের বেতন ওভার টাইমের হার একই ধারায় হতে হবে। কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। মহিলা বলে তার পদোন্নতি বন্ধ করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সম অধিকার ভোগ করবে। আচার আচরণ সম্মান প্রদর্শনেও বৈষম্য করা যাবে না।

**ট) পক্ষপাতমূলক আচরনঃ** পদোন্নতি, শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন চাকুরীচ্যুতি অথবা বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরন করা হয় না।

**ঠ) প্রতিনিধিত্ব কারীঃ** কারখানার শ্রমিকদের অংশগ্রহণকারী কমিটিতে নারী শ্রমিক সদস্যদের অধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে পারে।

**<u>উপসংহার</u> ঃ** নারী শ্রমিকও পুরুষের মত আমাদের জাতীয় মানব সম্পদ। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কাজ করার সম অধিকার রয়েছে নারীদেরকেও কাজের সুযোগ দিতে হবে। তাদের কোনরূপ অবমাননা, অবহেলা, ঘৃনা করা যাবে না। কর্মক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষের মত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। এছাড়াও নারীরা কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন যাহা আই.এল.ও কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরী অফিস আদালতে নারীর অধিকার সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং তাহা মেনে চলতে হবে।